মূলশব্দাবলীঃ
গুণাবলী
হৃদয়
কুরআন
আল্লাহর বানী

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

30 October 2026 / 19 Jamadilawal 1448H

কুরআন হৃদয়কে আলোকিত করে, চরিত্রকে সুশোভিত করে

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللّٰهِ، ٱتَّقُوا ٱللّٰهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

সম্মানিত মুমিন মুসল্লিগণ, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল আদেশ পালন এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করি। আমরা আজ যে তাকওয়া অর্জন করছি, তা যেন আখিরাতে আমাদের আনন্দ ও সাফল্যের কারণ হয়। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

হে সম্মানিত ও বরকতপ্রাপ্ত মুসল্লিগণ,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনকে—আল্লাহর কালাম বা বাণীসমূহকে (কালামুল্লাহ)—বিভিন্ন মহিমান্বিত গুণে গুণান্বিত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নূর (আলো), হুদা (হিদায়াত বা পথনির্দেশ), শিফা (আরোগ্য) এবং তাযকিরাহ (উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া)।

কুরআনের এই গুণাবলি আমাদের এগুলির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কুরআন কি সত্যিই আমাদের জীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে? জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পথনির্দেশ দিচ্ছে? আমাদের আত্মা ও হৃদয়ের প্রশান্তি ও আরোগ্যের উৎস হয়ে উঠেছে? আমাদের চরিত্র গঠনে স্মারক ও উপদেশ হিসেবে ভূমিকা রাখছে? নাকি আমরা এখনো কেবল মুখে কুরআন তিলাওয়াত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছি?

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুহাম্মাদের ২৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা দেয়া রয়েছে?

কখনো কখনো আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, কুরআনের নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টার পাশাপাশি নিজেদের সংশোধন করা এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী যেন আমাদের জীবনকে আলোকিত করার এবং আমাদের চরিত্রকে সুশোভিত করার মশাল হয়ে থাকে।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

পবিত্র কুরআন আমাদের নিজেদের দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করতে এবং একই সঙ্গে মহান আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে কল্যাণের সম্ভাবনা ও সামর্থ্য দান করেছেন, তা অনুধাবন করতে আহ্বান জানায়। আসুন, নিজেদের সংশোধন করা এবং চরিত্রকে সুশোভিত করার প্রচেষ্টায় পবিত্র কুরআনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি।

<u>প্রথমত: বিনয়ী হওয়া</u>

সূরা আল-আলাকের ৬-৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের এমন প্রবণতার কথা তুলে ধরেছেন, যার ফলে মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আয়াত দুটির অর্থ হলো: "কখনোই নয়! নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।"

অন্যদিকে, সূরা আল-কাহফের ৫৪ নম্বর আয়াতে মানুষের তর্কপ্রবণতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "আর মানুষ তো সবচেয়ে বেশি তর্কপ্রিয়।"

হে প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা, আসুন, আমরা উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে পবিত্র কুরআনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। কুরআনের শিক্ষা আমাদের অভ্যাস কিংবা আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গেলেও আসুন, আমরা নিজেদের ভুল সংশোধন করতে এবং আত্মোন্নয়নে সচেষ্ট হতে প্রস্তুত থাকি।

<u>দ্বিতীয়ত: ধৈর্যের অনুশীলন করা</u>

সূরা আল-ইসরার ১১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের তাড়াহুড়া করার প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন, যার অর্থ: "আর মানুষ তো অত্যন্ত তাড়াহুড়াপ্রবণ।"

অন্যদিকে, সূরা আল-মাআরিজের ১৯-২১ নম্বর আয়াতে বিপদ-আপদে মানুষের অধৈর্য হয়ে পড়ার প্রবণতা তুলে ধরে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয়ে পড়ে অধৈর্য..."

সম্মানিত মুসল্লিগণ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। তাই, কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সময় দিন, এর শিক্ষাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং ধাপে ধাপে সেগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করুন।

তৃতীয়ত: কৃতজ্ঞতার চর্চা করা

সূরা আল-আদিয়াতের ৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের অকৃতজ্ঞতার স্বভাব সম্পর্কে বলেছেন, যার অর্থ: "নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।" অন্যদিকে, সূরা আল-ফাজরের ২০ নম্বর আয়াতে সম্পদের প্রতি মানুষের অতিরিক্ত ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "আর তোমরা সম্পদকে অপরিসীম ভালোবাসো।"

প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা, পবিত্র কুরআনের হিদায়াতের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হোন এবং এর শিক্ষাগুলোকে নিজেদের অন্তরে ধারণ করুন ও জীবনে বাস্তবায়ন করুন। দৈনন্দিন ব্যস্ততা ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

চতুর্থত: চরিত্রকে সুশোভিত করা

সূরা আল-ইসরার ১০০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহাবহানাহু ওয়া তা'আ মানুষের কৃপণতার স্বভাব তুলে ধরে বলেন, যার অর্থ: "বলুন, 'যদি তোমরা আমার রবের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অধিকারী হতে, তবুও ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা আটকে রাখতে।' আর মানুষ তো স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপণ।"

প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা, আসুন, পবিত্র কুরআনকে আমাদের চরিত্র গঠনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করি। কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্য নয়; বরং এর অর্থ বোঝা, শিক্ষাগুলো হৃদয়ে ধারণ করা এবং সহমানুষের প্রতি যত্নশীলতা, উদারতা ও সদয় আচরণের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করাও জরুরি।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

আমাদের মধ্যে যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম কালামুল্লাহর আরও নিকটবর্তী হতে থাকি এবং এর শিক্ষা অনুসরণ করে নিজেদের সংশোধন করতে সচেষ্ট হই। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, পবিত্র কুরআন যেন আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে, আমাদের চলার পথকে সঠিক দিশা দেয় এবং আমাদের চরিত্রকে সুশোভিত করে।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.